The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp. 55 -74)
Published in December, 2025

যা'ঈফ ও মাওদূ' হাদীস: সংজ্ঞা ও বিধান

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান *

প্রতিপাদ্যসার: ইসলামের শত্রুদের লক্ষ্য হলো মুসলিমদেরকে কুরআন, হাদীস ও ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। সরলপ্রাণ মুসলিমকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই তারা মূলত কুরআনের নাম নেয়। তারা আল-কুরাআনের কিছু আয়াতের আলোকে দাবী করে যে, 'কুরআনেই সব কিছুর বর্ণনা' রয়েছে, কাজেই 'হাদীস' নিস্প্রয়োজন। অথচ কুরআনেই রাসূল (সা.)-কে আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার এবং মুসলিম উম্মাহকে তাঁর হুবহু আনুগত্য, অনুকরণ, অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আবার এক শ্রেণির লোক হাদীস বলতে শুধু সহীহ্ হাদীসকেই হাদীস বলে থাকেন। আর 'যা'ঈফ' হাদীস যে, কখনো কখনো সহীহ্ এর অন্তর্ভুক্ত; তা, তারা না জানার কারণে এর বিরোধিতা করে থাকে। হাদীসের সাহায্য ছাড়া কোনভাবেই কুরআন মানা যায় না। হাদীস বিশারদগণ তাঁদের স্ব স্ব কিতাবে সনদ সম্পর্কে **عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل** বা 'রাবী সমালোচনা বিজ্ঞান'-এর দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে যা'ঈফ হাদীসের এমন কিছু শর্ত ও নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন। যার আলোকে তা 'আমলযোগ্য হয়। আর 'যা'ঈফ' হাদীস 'আমলের ক্ষেত্রে ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপদানে সহায়তা করে থাকে। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসগণ মাওদূ' হাদীস সর্বাবস্থায় বর্জন করেছেন।

ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের ভিত্তিতেই আমাদেরকে কুরআনের নির্দেশাবলী পালন করতে হবে। আল-কুরআনের অনুপম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাদীসের মাধ্যমে হয়ে থাকে। হাদীস ছাড়া আল-কুরআনের আদেশ-নিষেধ পালন সম্ভব নয়। দ্বীন ও শরী'আতকে জানতে ও মানতে হলে কুরআনের পাশাপাশি হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। হাদীসও কুরআনের ন্যায় সমগ্রবিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ্র নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক শ্রেণির লোক 'কুরআনেই সব কিছুর বর্ণনা' রয়েছে বিধায় হাদীসকে অস্বীকার করে থাকে। অথচ হাদীসকে অস্বীকার করা কুফুরী। 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' ছাড়াও হাদীস বিষয়ক আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলো সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তে উত্তীর্ণ। কেউ কেউ 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' ব্যতীত অন্যান্য হাদীস বিষয়ক গ্রন্থসমূহ মানতেই রাজী না (নু'উযুবিল্লাহ)। আবার কেউ কেউ না জানার কারণে আরেক ধাপ এগিয়ে 'সহীহ্াইন' (বুখারী-মুসলিম) ব্যতীত 'সুনানু আরবা'কেও' হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে না মানার ধৃষ্টতা করতে পারে। যা একে বারেই ঠিক নয়। অথচ 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' ছাড়াও হাদীস বিষয়ক আরও অনেক সহীহ্ হাদীস (*মুয়াত্তা* ইমাম মালেক, *মুসনাদু আহমদ* ইব্ন হাম্বল, জামি' সুফিয়ান সাওরী, আল-মুস্তাদরাক হাকিম, সহীহ্ ইব্ন হিব্বান, সুনানুদ্ দারিমী) গ্রন্থসমূহ রয়েছে, যা ইসলামী শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ হওয়ার সহায়তা প্রদান করে থাকে। পৃথিবীর আলিমগণ একমত যে, মাওদূ' হাদীস সর্বাবস্থায় বর্জনীয় এবং যা'ঈফ হাদীস ফাযায়েলের ক্ষেত্রে সাধারলভাবে গ্রহণীয়। হুকুম ও ইবাদত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। নিম্নে এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হলো।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ضَعِيْف (যা'ঈফ) এর পরিচয়

'আরবী ভাষায় **ضَعِيْف** শব্দটি (**الضَعْفُ والضُعْفُ: خلاف القوَّة. وقد ضَعُفَ فهو ضعيفٌ**) দা'য়ফু বা দু'য়ফু থেকে এসেছে। যা শক্তির বিপরীত দুর্বল, অক্ষম, আপারগতা, ক্ষীণতা, নরম, Weak, Thin, Feeble, রহপধঢ়ধনষব ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। দুর্বল হলেই তাকে যা'ঈফ বলা হয় (আস-সিহাহ্ ফীল-লুগাহ, খ. ১ম, পৃ. ৪১০)। জ্ঞান-বুদ্ধিতে দুর্বল বা দুর্বল অভিমতের ব্যাপারেও **الضَّعْف** শব্দটি ব্যবহার হয়। বহুবচনে **ضَعْفَى ضُعَفاءُ وضِعَاف** ব্যবহার হয় (আল-মুখাস্সাস ১:৫৫)।

আল-কুরআনে **ضَعف** শব্দটি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন- **وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفًا** "মানুষ দুর্বলরূপে সৃষ্টি হয়েছে (সূরা আন-নিসা ৪:২৮)।"

পরিভাষায়: উসূলুল হাদীস বিশারদগণের মতে- যা'ঈফ ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়-

هُوَ مَا لَمْ تُوْجَدْ فِيْهِ شُرُوْط الصِّحَّة والحسن

"যাতে সহীহ্ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ আংশিক বা পূর্ণ মাত্রায় অনুপাস্থিত (লামহাতু ফী উসূলিল-হাদীস ১৯২)।" এ প্রসংগে 'মুকাদ্দিমাতু ফী উসূলিল হাদীস' কিতাবে 'আবদুল হক ইব্ন সাইফুদ্দীন ইব্ন সা'দ উল্লাহ আদ্ দেহ্লভী (রহ.) বলেন-

الضعيف : ما فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلا أو بعضا فهو الضعيف

"যা'ঈফ হাদীস হলো- যাতে সহীহ্ হাদীসের[২] সকল শর্ত আংশিক বা পূর্ণ মাত্রায় অনুপাস্থিত থাকে (মুকাদ্দিমাতু ফী উসূলিল হাদীস ১:৫৮)। ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে সহীহ্ হাদীস অধিক গ্রহণযোগ্য, তারপর হাসান এবং সবশেষে যা'ঈফ। যে হাদীসে যতো অধিক সংখ্যক শর্তের অভাব হবে সে হাদীস ততো অধিক পরিমাণ দুর্বল বলে গণ্য হবে (হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান ৬০)।

যা'ঈফ হাদীসর গ্রহণ ও এর ওপর আমল প্রসংঙ্গ

অধিকাংশ হাদীস বিশারদগণের মতে 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' এর মধ্যে সহীহাইনে 'যা'ঈফ' হাদীস নেই। তবে 'সুনানু আরবা'আতে'[৩] কিছু সংখ্যক যা'ঈফ হাদীস উপস্থাপন করলেও হাদীস বর্ণনার পর 'সুনানু আরবা'আহ' এর মুসান্নিফ হাদীস পণ্ডিতগণ তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁদের প্রণীত সহীহাইনে হাদীস বর্ণনা করার পর হাদীসটি কোন পর্যায়ের বা কোন স্তরের হাদীস তা বলেননি। কারণ, তাঁদের বর্ণিত সকল হাদীসই 'সহীহ্' এর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, ইমাম আবূ দাউদ, নাসা'ঈ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (রহ.) তাঁদের হাদীস সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণে প্রায় প্রতিটি হাদীস বর্ণনা করার পর হাদীসটির অবস্থা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেনো, প্রত্যেকেই হাদীসটির অবস্থান সহজেই অবগত হয়ে এবং বিনাসন্দেহে 'আমল করতে পারে। যেমন, হাদীসটির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে সুনানু আরবা'আ গ্রন্থসমূহে হাদীস বর্ণনার পর তাঁরা উল্লেখ করেছেন: অর্থাৎ হাদীসটি **مُتَّصِل** (মুত্তাসিল), **صَحِيْح** (সহীহ্), **حَسَن** (হাসান), **مَرْفُوْع** (মারফূ'), **مَوْقُوْف** (মাওকূফ), **مَقْطُوْع** (মাকতূ'), **مُرْسَل** (মুরসাল), **تَدْلِيْسُ** (তাদলীস), **حَسَن وَصَحِيْح** (হাসান ও সহীহ্), **حَسَن وَغَرِيْب** (হাসান ও গরীব), **صَحِيْح وَغَرِيْب** (সহীহ্ এবং গরীব), **مَشْهُوْر** (মাশহুর), **غَرِيْب وَمَشْهُوْر** (গরীব ও মাশহুর), **حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَغَرِيْب** (হাসান, সহীহ্ ও গরীব), **مَوْقُوْف ومَرْفُوْع** (মাওকূফ ও মারফূ'), **مَعْلُوْلٌ** (হাদীস দোষ-ত্রুটি সম্পন্ন), **مَجْهُوْلٌ** (রাবী অপরিচিত), **مَتْرُوْك** (মাতরূক), **ضَعِيْف** (দুর্বল), **غَرِيْب** (গরীব), **مَنْسُوخ** (মানসূখ), **المُنْقَطِعُ** (মুনকাতি'), **عِلَلُ** (দোষ-ত্রুটি), **مُنْكَر** (মুন্কার) বা **لَيْسَ بِصَحِيْح** (সহীহ্ এর স্তরে উপনীত নয়) ইত্যাদি। রাবীদের অবস্থানগত কারণে

বিভিন্ন নামে পরিচিতি। 'আস-সিহাহুস সিত্তাহ' ছাড়াও অনেক হাদীস গ্রন্থসমূহ রয়েছে। যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদু আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, জামি' সুফিয়ান সাওরী, আল-মুস্তাদরাকু হাকিম, সহীহ্ ইব্ন হিব্বান, সহীহ ইবন খুযাইমাহ, সুনানুদ দারিমী, সুনানু দারা কুতনী, শু'আবুল ঈমান লিল-বায়হাকী, দালাইলুন নবুয়্যাহ লিল-বায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, মা'রিফাতুস সাহাবা আবূ না'ঈম আল-ইসবাহানী, মুসান্নাফু ইবন আবী শায়বা, মুসান্নাফু 'আবদির রাজ্জাক, আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ, আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানী, আল-মু'জামুস সগীর লিত-তাবারানী, মুস্তাখরাজু আবী 'আওয়ানাহ, মুসনাদু আবী ইয়ালা আল-মাওসূলী, মুসনাদু 'আবদিল্লাহ ইবন মুবারক, মুসনাদু 'আবদ ইব্ন হামীদ, মুসনাদু আশ-শাফে'ঈ, মুসনাদু আল-হুমায়দী, মুসনাদু আশ-শামিয়্যিন লিত-তাবারানী, মুসনাদু আশ-শিহাব আল-কাদা'ঈ, মুসনাদু আত-তায়ালূসী, মুশকিলুল আসার লিত-তাহাভী, তাহযীবুল আসার লিত-তাবারানী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থসমূহের (বর্ণিত সহীহ ও দা'ইফ হাদীসের) মাধ্যমে আমরা শরী'আতের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল পেয়েছি। যা ইসলামী শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ হওয়ার সহায়তা প্রদান করে থাকে।

রাবী অভিযুক্ততার কারণে হাদীস যা'ঈফ হয়

রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারী অভিযুক্তের কারণে দশ পদ্ধতিতে হাদীস যা'ঈফ হয়ে থাকে। তা হলো: (১) আল-মাতরূক **(المتروك)** (২) আল-মুনকার **(المنكر)** (৩) আল-মা'রূপ **(المعروف)** (৪) আল-মু'আল্লাল **(المعلل)** (৫) আল-মুদরাজ **(المدرج)** (৬) আল-মাক্বলূব **(المقلوب)** (৭) আল-মুদতারিব **(المضطرب)** (৮) আল-মুসাহ্হাফ **(المصحف)** (৯) আশ-শায্ **(الشاذ)** (১০) আল-মাউদূ' **(الموضوع)**। উপরোক্ত দশ পদ্ধতির যা'ঈফ হাদীসের মধ্যে মাউযূ' বা জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম।

'সুনানু আরবা'আ' কিতাবসমূহেও বিভিন্ন মাসআলা সমাধান কল্পে হাতেগণা কিছু যা'ঈফ পরিলক্ষিত হয়। যা তাঁরা হাদীস বর্ণনা করার পর স্পষ্টভাবে বলেও দিয়েছেন। যেনো সহজেই মুসলিম উম্মাহ্ ঐ বর্ণিত এর উপর 'আমল করতে পারে। যেমন ইমাম আন-নববী (রহ. মৃ.৬৭৬/১২৭৭) বলেন, **مَا رَوَاهُ فِيْ سُنَنِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ضُعْفَهُ، هُوَ عِنْدَهُ صَحِيْحٌ** "ইমাম আবূ দাঊদ (রহ. ২০২/৮১৭-২৭৫/৮৮৮) তাঁর সুনান গ্রন্থে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তা সহীহ্ হিসেবে পরিগণিত (**আল-মেরকাত** ২৪)।" যেমন, **كِتَابُ الأَطْعِم** অধ্যায়ে **بَابُ فِيْ أَكْلِ التَّرِيْد** পরিচ্ছেদের ৩৭৪১ নম্বর হাদীস বর্ণনার পরে বলেন, **قَالَ اَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ضَعِيْفٌ** (সুনানু আবী দাঊদ, খ. ২য়, পৃ. ৫৩০)। একই অধ্যায়ে **بَابُ فِيْ أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ** পরিচ্ছেদের ৩৭৭১ নম্বর হাদীস বর্ণনার পরে বলেন, **وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا اَيْضًا مِنْ وَّجْهٍ ضَعِيْفٍ...** (আল-মেরকাত ৫৩৪)। আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসূন (১৪০৪/১৯৮৪) গ্রন্থে বলা হয়েছে-

وَكِتَابُ الْمُجْتَبَي أَقَلّ السُّنَن حَدِيْثًا ضَعِيفًا وَرَجُلاً مجرُوْحًا وَدَرَجَتُهُ فِيْ الحَدِيْثِ بَعْدَ الصَّحِيْحَيْنِ, فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيٰ سُنَنُ أَبِيْ دَاوُدَ وَسُنَنُ التِّرمِذِيْ

"ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর 'আল-মুজতাবা' গ্রন্থটিতে (যা 'সুনান' নামে প্রসিদ্ধ) দুর্বল রাবীর বা যা'ঈফ হাদীসের বর্ণনা অন্যান্য সুনান কিতাবের মধ্যে সর্বাধিক কম। এ কারণেই হাদীস বিশারদগণ মর্যাদার দৃষ্টিতে এ গ্রন্থটিকে সহীহ্াইনের পরবর্তী স্থানে উল্লেখ করেছেন। আর সুনানু আবী দাঊদ ও সুনানুত তিরমিযী এর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন (আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসূন ৪১০)।"

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) তাঁর প্রণীত 'যা'ঈফু সুনানি ইব্ন মাজা' (১৪১৭/১৯৯৭) গ্রন্থে সুনানু ইব্ন মাজা এর ৮৭৬টি হাদীসকে **ضَعِيْف** বা দুর্বল হিসেবে সনাক্ত করেছেন (যা'ঈফু সুনানি ইব্ন মাজা ৩৬৪)।

এ ভাবে 'যা'ঈফু সুনানিন নাসাঈ', 'যা'ঈফু সুনানি আবি দাউদ' ও 'যা'ঈফু সুনানিত্ তিরমিযী' নাম দিয়ে **ضَعِيْف** বা দুর্বল হিসেবে সনাক্ত করেছেন। আলবানী (রহ.) কষ্ট করে নতুন করে **ضَعِيْف** বা দুর্বল হিসেবে সনাক্ত করার কোন প্রয়োজন ছিলো না। কারণ বিশ্বের সকল মুহাদ্দিস একমত যে, সুনানু আরবা'আহ এর ইমামগণ প্রত্যেকেই 'ইলমুল জারহে ওয়াত-তা'দীলের প্রতিতযশা খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। ইব্ন মাজা' তাঁদের অন্যতম ছিলেন। তাছাড়াও তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর ঐ হাদীসের প্রকৃত অবস্থাও তুলে ধরেছেন যা 'আমলযোগ্য।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) 'ইলমুল জারহে ওয়াত-তা'দীলের প্রতিতযশা খ্যাতিমান একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এ বিষয়ের ওপর বিখ্যত গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ কোন পর্যায়ের স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন, ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হাদীস বর্ণনার পর রাবীর ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, **/ ضَعِيْفٌ تَكَلَّم فِيْهِ شُعْبَة / ضَعف مِنْ قَبْل حِفْظه وَصَدُوْقٌ / ضَعِيْف ذَاهب الحَدِيْث / وَاه وَضعف / ضَعِيْفٌ تَكَلَّمَ فِيْهِ شُعْبَة / ضَعْفَه بَعْض أَهْل العلم / يَضْعَفُ فِي الْحَدِيْثِ مِنْ قَبْل حِفْظِه / تَكَلَّمَ فِيْ حِفْظِه / ضَعْفَه شُعْبَة / ضَعِيْفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْث؛** ইত্যাদি। মূলত এ ধরণের মন্তব্যকৃত হাদীসগুলোই 'যা'ঈফ' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তবে অন্যান্য বিভিন্ন শর্ত স্বাপেক্ষে 'যা'ঈফ' হাদীসের ওপর 'আমল করা যাবে।

নিম্নে হাদীস বর্ণনাকারী অভিযুক্তের কারণে দশ পদ্ধতিতে হাদীস যা'ঈফ হয়ে থাকে, সেগুলোর পরিচিতি উদাহরণসহ বিভিন্ন অবস্থা উপস্থাপন করা হলো।

০১. আল-মাতরূক (المتروك) সম্পর্কিত যা'ঈফ হাদীস

متروك শব্দটি **إسم مفعول** এর সীগাহ, যা **الترك** শব্দ থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ- **الشيء الساقط** বা কিছু বাদ পড়া, ত্যাগ করা, বর্জন করা, Abondoned ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ প্রসংগে ড. মাহ্মূদ আত-তাহ্হান বলেন- **هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب** "যে হাদীসের সনদে এমন একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এরূপ হাদীসকে **مَتْرُوْك** (মাতরূক) হাদীস বলে (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৯৩)। এ প্রসংগে ড. আদীব সালিহ বলেন,

الحَدِيْثُ الَّذِيْ يَتَفَرَّدُ بِرِوَايَتِه ضَعِيْف, سَبَب ضَعْفهُ كَوْنِه مُتَّهمًا بِالكِذْبِ فِي الحَدِيْثِ, أَوْ ظَاهِرُ الْفِسْقُ بِقُوْلٍ أَوْ فُعْلٍ أو كَثير الغَلَط أَوْ الغِفْلَةِ.

"ঐ হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলা হয়, যার বর্ণনা দুর্বল। যিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত। অথবা বাহ্যিক কাজকর্মে, কথাবার্তায় ফাসেকী প্রমাণিত হয়েছে। অথবা, অধিক ভ্রান্তি ও অমনোযোগী হিসেবে পরিচিত (লামহাতু ফী উসূলিম হাদীস ২৬৩-২৬৪)" যা গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক এর স্থান

হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালনী (রহ. ৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, "নিকৃষ্টতার দিক দিয়ে যা'ঈফ হাদীসের শ্রেণিগতমান বা ক্রমধারা হলো: ১. মাতরূক, ২. মুনকার, ৩. মু'আল্লাল, ৪. মুদরাজ, ৫. মাকলূব ৬. মুয্তারাব (নুখবাতিল ফিক্র ৪৬)।"

০২. আল-মুনকার (المنكر) - সম্পর্কিত যা'ঈফ হাদীস

المنكر শব্দটি **إسم مفعول** এর সীগাহ, যা **الإنكار** শব্দ থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ: **ضد الإقرار** অস্বীকার করা, টহভধসরষরধৎ ইত্যাদি (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৯৪)। পারিভাষিক অর্থ: ড. মাহ্মূদ আত-তাহ্হান বলেন,

هُوَ الحَدِيْثُ الَّذِي فِيْ إسْنَادِهِ رَاوٍ فَحْشٌ غَلَطًا أوْ كَثْرَت غَفْلَته أوْ ظَهَر فِسْقه

"মুন্কার ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদের মধ্যে অধিক ভুল-ভ্রান্তিকারী রাবী কিংবা অমনোযোগী রাবী অথবা ফাসিক (পাপাচারী) রাবী বিদ্যমান থাকে (পূর্বোক্ত)।"

শায্ ও মুন্কার হাদীসের মধ্যে পার্থক্য: মুনকার এর সংজ্ঞায় ইব্ন হাজার 'আসকালনী (রহ. মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন- **الحَدِيْثُ الَّذِيْ تَفَرَّد بِرِوَايتِه ضَعِيْف خَالِف فِيْهِ الثِّقَات** "সিকাহ রাবীর বিপরিতে যা'ঈফ রাবীর রিওয়ায়াতকে মুন্কার হাদীস বলে ('উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু ২০৩)।" এ সংজ্ঞানুযায়ী শায্ ও মুন্কার হাদীসের মধ্যে পার্থক্য হলো- শায্ হাদীসের রাবী সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য কিন্তু মুন্কার হাদীসের রাবী যা'ঈফ বা দুর্বল (ইমাম নাসাঈ: আস্ সুনানুল কুবরা, খ. ৪র্থ ১৬৭)। গ্রহণীয় রাবী যদি তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করে, তাকে 'শায' বলা হয়। আর সিকাহ্ রাবীর বিপরীতে যা'ঈফ রাবীর রিওয়ায়াতকে 'মুনকার' বলা হয়।

মুনকার এর উদাহরণ

أخبرنا أحمد بن يحيى قال ثنا إسحاق يحيى بن محمد بن قيس قال سمعت هشام بن عروة يذكر عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر فإن بن آدم إذا أكله غضب الشيطان،

"আবূ যুকাইর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কায়স থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি হিশাম ইব্নে উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশো (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা পাঁকা শুকনো খেজুরের সাথে কাঁচা-সবুজ খেজুরও খাও। কেননা, আদম সন্তানেরা যখন এটা খায় তখন শয়তান ক্রোধান্বিত হয় (**আস্ সুনানুল কুবরা** ৪:৬৭২৪/১৬৬)।" ইমাম নাসাঈ (রহ.) হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণনা করেছেন (পূর্বোক্ত)। ইমাম বায়হাকী (রহ.) তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে (খ. ১২: ৫৭৩৭/৪৮১), ইমাম আহ্মদ ইব্ন 'আলী তাঁর 'মুসনাদু আবী 'ইয়ালী' গ্রন্থে (খ. ৭ম, ৭:৪৩৯৯/৪৮১), ইমাম 'উকাইলী তাঁর 'আদ-দু'আফাউল কাবীর' (৯:২২৪৭/৩৫৮), শারহুল বুখারী লি-ইবনিল বাত্তাল (খ. ১৮, ৬০/১১৮), ইমাম হাকেম তাঁর 'আল-মুস্তাদরিকু 'আলাস্ সহীহ্াইন' (খ. ৪র্থ, ৭২৩৮/১৩৫) ও ইমাম হাকেমের অপর 'মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস' (খ. ১ম, ১:২০৫/৩২০) কিতাবে 'মুনকার' বলে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কেননা, আবূ যুকাইর হাদীসটি একা বর্ণনা করেছেন। তিনি রাবী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হলেও এমন পর্যায়ের রাবী নন যে, তাঁর একাকী রিওয়ায়াত এর ওপর নির্ভর করা যায় (তাদরীবুর রাবী ১:২৪০)। অথচ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিক মাউযূ বলেছেন (সুনানু ইব্ন মাজা ১১০৫)।

মুনকার এর স্থান

মুন্‌কার হাদীস এর সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, এটি সর্বনিম্ন পর্যায়ের দুর্বল হাদীসের মধ্যে গণ্য। কেননা, এ হাদীসের রাবী অত্যাধিক ভুল-ভ্রান্তি, অমনোযোগিতা এবং গুনাহের কাজে জড়িত থাকা ছাড়াও সিকাহ্ রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করে থাকে। এ উভয় প্রকার রিওয়ায়াতের মধ্যেই অত্যাধিক দুর্বলতা বিদ্যমান। সর্বনিম্ন দুর্বল হাদীসের মধ্যে মাতরূক এর পরেই মুনকারের স্থান (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৯৬)।

যে মুনকার হাদীস 'আমল করা যায় এমন ৪৫টি হাদীস ইমাম আবূ দাউদ ১২টি (হাদীস নং- ১৮; ১৭৪; ২১৬; ৬৬৭; ১৫২৫; ২০২৯; ২৬৪৩; ৩০৬২; ৩২৮২; ৩৩২২; ৪২০৬; ২৭৮), ইমাম তিরমিযী ২৪টি (হাদীস নং- ৪৬; ৩৯৯; ৪৫১; ৭১৯; ৯৪০; ৯৪৭; ১৩৮১; ১৬৫৬; ১৭০২; ১৭০৪; ২০৭০; ২৩৩৬; ২৪৪১; ২৪৪৫; ২৪৬৭; ২৫৯০; ২৬২৩; ২৬৩৭; ২৮১৩; ৩৩৯৫; ৩৬৫৭) এবং ইমাম নাসাঈ (রহ.) ০৯টি বর্ণনা (হাদীস নং- ১৭৬১; ২১২২; ২৯৪৩; ৪৫৮৯; **بَاب قَطْعِ** ৪৮৯২; ৪৯৫৬; ৫০৯৭; **بَاب مَنْ كَرِهَهُ** ৩৫২৫) করেছেন।

৩. আল-মা'রূফ (المعروف)- সম্পর্কিত যা'ঈফ হাদীস

المعروف শব্দটি **إسم مفعول** এর সীগাহ, যা **عرف والمعرفة والعرفان** শব্দ থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ: **إدراك الشيء بتفكُّر وتدبُّر الأثرة،** চিন্তার মাধমে কোন জিনিসকে ধরণ করা, পরিচিত, Familiar ইত্যাদি (তাহ্কীকুর রুগবাতি, খ. ১ম, পৃ. ৫৪)। ড. 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন সা'দ আত্ তাকীফী (রহ.) বলেন, **(المعروف لغة أن الصدق ضد الكذب)** 'আল-মা'রূপ' শাব্দিক অর্থ- মিথ্যার বিপরীত সত্য (দরজাতু হাদীসিস্ সুদূকি ওয়া মান ফী মুরতাবাতিহী ০১)।

পরিভাষায়: ড. মাহ্মূদ আত-তাহ্হান বলেন- "যা'ঈফ রাবীর বিপরীত সিকাহ্ রাবীর রিওয়ায়াতকে **معروف** বলা হয় (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৯৭)। এ সংজ্ঞাটি হাফিয ইব্‌ন হাজার 'আসকালনী (রহ. ৭৭৩-৮৫২ হি.) প্রদত্ত 'মুনকার' এর বিপরিত (লিসানুল মুহাদ্দিসীন ৩:৬৭)।

উল্লেখ্য যে, **المعروف** (আল-মা'রূপ) শব্দটি হাদীসের বিখ্যাত কিতাব 'আস-সিহাহুস সিত্তাহসহ' হাদীসের অন্যান্য কোন হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় না।

৪. আল-মু'আল্লাল (المعلل) - সম্পর্কিত যা'ঈফ হাদীস

المعلل শব্দটি **إسم مفعول** এর সীগাহ, যা **أعل** শব্দ থেকে এসেছে। 'ইলমুস্ সারফ এর প্রসিদ্ধ নিয়মানুসারে এর **إسم مفعول** হলো **معلل**। যার অর্থ: **(الشيء الذي أصابه العلة والمرض والآفة)** যা ত্রুটিযুক্ত, রোগা বা বিপদ অর্থে ব্যবহৃত হয় (আস-আলাতুস্ সুন্নিয়া, ১:২৬)। পারিভাষিক অর্থে- হাতেম ইব্‌ন আ'রেফ আল-'আওনী (রহ.) বলেন-

هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها

"মু'আল্লাল ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে এমন 'ইল্লত বা অস্পষ্ট দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, যা হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অথচ বাহ্যত হাদীসটিকে এ 'ইল্লাত থেকে মুক্ত বলে মনে হয় (প্রাগুক্ত)।" উল্লেখ্য যে, **المعلل** (আল-মু'আল্লাল) শব্দটি হাদীসের বিখ্যাত কিতাব 'আস-সিহাহুস সিত্তাহসহ' হাদীসের কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে 'সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান' কিতাবের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় (সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান, পরিচ্ছেদ- **باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء** ৩৬০)।

'ইল্লতের শর্ত

'ইল্লত এমন একটি সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট কারণ, যা হাদীস সহীহ্ হওয়ার পথে ক্ষতি কারক। এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, 'ইল্লতের জন্য দুটি শর্ত।

(এক) কারণটি দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হওয়া **الغموض والخفاء**

(দুই) কারণটি হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে ক্ষতিকর হওয়া **القدح في صحة الحديث** (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৯৮-৯৯) এ দুটি শর্তের কোন একটি অবর্তমান থাকলে অর্থাৎ ইল্লতটি যদি স্পষ্ট হয়, কিংবা ক্ষতিকর না হয়, তাকে পরিভাষায় 'ইল্লত' বলা যাবে না।

মু'আল্লাল রিওয়ায়াতের পরিচয় জানার পদ্ধতি: এ প্রসংগে ড. মাহ্মূদ আত-তাহ্হান বলেন, হাদীসের সকল সনদ একত্রিত করে রাবীদের মতভেদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তাঁদের তাকওয়া, নির্ভরযোগ্যতা ও সংরক্ষণ শক্তির মধ্যে তুলনা করে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। অতঃপর বর্ণনাটি (ইল্লতের দোষে দুষ্ট) কিনা, সে ব্যাপারে রায় প্রদান করতে হবে (তাইসীর ৯৯)। হাদীসের অভিজ্ঞ ও বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এরূপ দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

মু'আল্লাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী:

মু'আল্লাল বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো:

(১) ইব্নুল মাদীনী রচিত 'কিতাবুল 'ইলাল'।

(২) ইব্ন আবূ হাতিম রচিত 'ইলালুল হাদীস'।

(৩) আহ্মদ ইব্ন হাম্বল রচিত 'আল-'ইলালু ওয়া মারি'ফাতুর রিজাল'।

(৪) ইমাম তিরমিযী রচিত 'আল-'ইলুল কাবীর ওয়াল 'ইলালুল হাদীস'।

(৫) ইমাম দারা কুত্নী রচিত 'আল-'ইলালুল ওয়ারিদাতু ফিল আহাদীসিন্ নাববিয়াহ' (তাইসীর ১০১)।

০৫. আল-মু'আল্লাক (المعلق) সম্পর্কিত যা'ঈফ হাদীস

মু'আল্লাক শব্দটি **علق** থেকে ইসমে মাফ'উল। অর্থ যুলন্ত বস্তু, ঐধহমরহম। একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সাথে ঝুলিয়ে রাখা (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৬৮)। মু'আল্লাক নামকরণ করা হয়েছে: এর উপরের সনদ শুধু মুত্তাসিল থাকে, আর নীচের সনদ থাকে মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন (তাইসীর ১০১)।

পারিভাষিক অর্থে **ما حذف أول إسناده** "যে হাদীসের সনদে প্রথম দিকে ইনকিতা' হয়েছে ('ইল্ম মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ০৮)।" অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক বর্ণনা কারীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক হাদীস বলা হয়। ড. 'উজাজ বলেন,

هُوَ مَا حُذِفَ مِنْ أَوَّل إِسْنَادِه وَاحِدٌ فَأَكْثَر عَلَي التَّوَالِيْ

"হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটি বর্ণনা করাকে তা'লীক বলে। বহু বচনে 'তা'লীকাত' হাদীস বলা হয় ('উলূমুল হাদীস ২৩৫)।" ড. সুবহী সালিহ বলেন, "সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বিলুপ্ত হলে তাকে মু'আল্লাক **(مُعَلَّق)** বলা হয়। এইরূপ হওয়াকে **التَّعْلِيْقَات** (তা'লিকাত) বলে ('উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু ২৩৬)।"

উল্লেখ্য, সহীহ্াইন-এ বর্ণিত মু'আল্লাকাত হাদীসসমূহ সহীহ্। 'উসূলুল হাদীসবিদগণ মু'আল্লাক হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে দু'টি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যথা:

(এক) **صِيْغَةُ الجَزْم** যেমন: **قَالَ, فَعَلَ, أَمَرَ, وَذَكَرَ مَعْرُوْفًا** শব্দগুলোর দ্বারা হাদীস বর্ণিত হলেই সহীহ্ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

(দুই) **(صِيْغَةُ التَّمْرِض)** যেমন: **(يُذْكَر/ يُحْكَي/ يُقَالُ/ ذَكَرَ مَجْهُوْلاً/ رُوِيَ/ حُكِيَ عَنْ فُلاَنٌ)** শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণিত হলে তা সহীহ্, হাসান ও দা'ঈফ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (কাওয়া'ঈদুত তাহ্দীস ১২৭)।

হুকুম: উসূলুল হাদীসবিদগণের মতে মু'আল্লাক হাদীসের সনদ 'মুত্তাসিল' না হওয়ায় তা পরিত্যাজ্য (**مَرْدُوْد**) এর মধ্যে গণ্য। তাছাড়াও এক বা একাধিক রাবী বিলুপ্ত হওয়ার কারণে তাঁদের অবস্থা ও অজ্ঞাত থাকে। তবে অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হলে তা সহীহ্ বলে গণ্য হবে (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৬৯)।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) সনদের প্রথম হতে কোন রাবীর নাম বাদ দিয়ে বা কখনো সম্পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে হাদীস সংকলন করেছেন। এগুলোকে একত্রে **تَعْلِيْقَاتِ بُخَارِيْ** (তা'লীকাতে বুখারী) বলা হয়। মুহাদ্দিসগণের অনুসন্ধানের পর সর্বসম্মতিক্রমে বলেছেন, হাদীসগুলো সহীহ্ হাদীসের সমান স্তরের। আর মা'রূফের সীগাহ্ দ্বারা হলে অকাট্যভাবে উক্ত হাদীসটি সহীহ্। মুহাদ্দিসগণ গবেষণা করে দেখেছেন, সহীহ্ বুখারীর সমস্ত মু'আল্লাক হাদীসের সনদ ও মুত্তাসিল পর্যায়ভুক্ত। এ প্রসংগে 'আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) বলেন-

التَّعْلِيْقَاتُ كَثِيْرَةٌ فِيْ تَرَاجِمِ صَحِيْحِ البُخَارِيّ وَلَهَا حُكْمِ الإتِّصَال، لأنَّه إلْتَزَمَ فِيْ هَذَا الكِتَابِ اَنْ لاَ يَأتَي إلاَّ بِالصَّحِيْحِ.

"সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে যে সমস্ত তা'লিকাত হাদীস রয়েছে এর হুকুম হলো মুত্তাসিল পর্যায়ের (আল-মুখতাসারু ফী উসূলিল হাদীস, পৃ. ১৩)। কেননা ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর হাদীস গ্রন্থে শুধু মাত্র সহীহ্ হাদীসসমূহ সংকলন করাকেই আবশ্যক মনে করেছেন (আদ্-দেহলভী: আল-মুকাদ্দামা ৩৯-৪০)।"

সহীহ্ হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে **صَحِيْحَيْن** (সহীহ্াইন) সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ লি-মুসলিম গ্রন্থে যদি দৃঢ়তার সাথে (যেমন, **قَالَ** {তিনি বলেছেন}, **فَعَلَ** {তিনি করেছেন} ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে) হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে সহীহ্ বলে গণ্য হবে। আর দুর্বল শব্দ (যেমন- **قِيْلَ** {বলা হয়েছে}, **رُوِي** {বর্ণিত হয়েছে} ইত্যাদি প্রয়োগে) হাদীস বর্ণনা করা হলে সে ক্ষেত্রে হাদীসটি সহীহ্, হাসান অথবা যা'ঈফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মাওযূ নয় (নুখবাতিল ফিক্র ৪৯)। আর এ জাতীয় বর্ণনা হাদীসের বিখ্যাত কিতাব 'সহীহ্াইনসহ' 'সুনানু আরবা'আহ ও হাদীসের অন্যান্য কোন হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়। (যা কখনও কখনও অন্য সূত্রে হাদীসটির বর্ণনা পাওয়ায় সহীহ্ বলে গণ্য)।

০৬. আল-মু'রসাল (المرسل) সম্পর্কিত যা'ঈফ হাদীস

مرسل শব্দটি **اسم مفعول** এর সীগাহ, যা **أَرْسَلَ** শব্দ থেকে এসেছে। যার শাব্দিক অর্থ **(أطلق)** ছেড়ে দেয়া, বাদ পড়া, বর্জন করা, পরিত্যাগ করা (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭০)।

পারিভাষিক অর্থে- **هو ما سقط آخر إسناده من بعد التابعى** "হাদীসের সনদের শেষাংশ থেকে তাবি'ঈর পরে সাহাবী বাদ পড়াকে 'আল-মুরসাল' বলে (প্রাগুক্ত)। মুয়াত্তা ইমাম মালেকসহ সুনানু আরবা'আর মধ্যে মাসআলা উপস্থাপন ও 'আমলযোগ্য 'মুরসাল হাদীস' উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, এ প্রসংগে ইমাম ইব্ন হাজম (রহ.) বলেন, "আমি মুয়াত্তা কিতাবের হাদীসসমূহ গণনা করেছি, এতে 'মুসনাদ' হাদীস পেয়েছি পাঁচশটিরও বেশি আর প্রায় তিনশত হাদীস 'মুরসাল' পর্যায়ের (আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন ২৪৯)।" 'সুনানুদ দারিমী' কিতাবে 'মুরসাল'

হাদীসের বিরাট সমাহার ঘটেছে (কশ্‌ফুয্ যুনূন ২:১৬৮২)। 'আস-সিহাহুস সিত্তার' অন্যতম হাদীস বিশারদ ও পণ্ডিত ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে মাসআলা উপস্থাপন ও 'আমলযোগ্য অনেক মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন (আল-হাদীসূন নবভী ৩৮৫)। এ হাদীসের কিতাবে মুরসাল হাদীসের সংখ্যা ৬০০ (ছয়শত)। যা অধিকাংশ হাদীস বিশারদদের মতে প্রমাণযোগ্য ও 'আমলের পর্যায়ভুক্ত (আল-হিত্তাহ ৩৮৭)।

মাসআলা উপস্থাপন ও 'আমলযোগ্য এমন কিছু মুরসাল হাদীস ইমাম তিরমিযী (রহ.)ও বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস সংকলনে হাদীস বর্ণনা করার পর হাদীসটি যদি 'মুরসাল' হয়ে থাকে, 'আমলের সুবিধার্থে তা, স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। 'তাহারাত' অধ্যায়ের **بَابُ مَا جَاءَ ان يُّصَلي الصَّلَوات بوضُوءٍ وَاحِدٍ** (রাসূলুল্লাহ সা. একই উযূতে সকল নামায পড়েছেন)- এ পরিচ্ছেদের হাদীসটি **صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ** (রাসূল সা. প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নতূনভাবে উযূ করতেন) বর্ণনা করার পর সনদ বিশ্লেষণ করে তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ্। তবে, 'আবদুর রহমান ইব্নুল মাহ্দী ও অন্যরা অপর এক সনদ পরম্পরায় এ হাদীসটি 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন (জামে' আত-তিরমিযী, كِتَاب الطَّهَارَةِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ৫৬)। এভাবে ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর জামি' কিতাবে **هٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ** বাক্যটি ছয়বার (৭২৭, ১১৯১, ২৭৮৭, ৩৬০৪, ২৯৪৮, ৩৭৫৮) উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) অনেক স্থানেই **مُرْسَل** শব্দকে **اِنْقَطَاع** এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। কোনও কোনও হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে ইমাম তিরমিযী (রহ.) **مُرْسَل**-কে **مُصْطَلَح** অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন, ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী (রহ.)সহ কোনও কোনও মুহাদ্দিস **مُرْسَل**-কে **مُنْقَطِع** এর অর্থে ব্যবহার করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজা (রহ. ২০৯/৮২৪-২৭৩/৮৮৬) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে কখনও কখনও হাদীস বর্ণনা করার পর হাদীসটি যদি **مُرْسَل** (মুরসাল) পর্যায়ের হয়ে থাকলে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, 'শুফ্'আ' অধ্যায়ে **'بَابُ اِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَاشُفْعَةَ'**-এ পরিচ্ছেদের প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইমাম ইব্ন মাজা উল্লেখ করেছেন এভাবে: **قَالَ اَبُوْ عَاصِم: سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّب مُرْسَل** "রাবী আবূ আসিম বলেন, সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব এর বর্ণনাটি মুরসাল (সুনানু ইব্ন মাজা ২৪৯৭০)।"

ইমাম নাসাঈ (রহ. ২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে কখনও কখনও হাদীস বর্ণনা করার পর হাদীসের সনদ বিশ্লেষণ করে স্পষ্টভাবে বলেন, হাদীসটির সনদ 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

০৭. আল-মু'দাল (المعضل)- সম্পর্কিত যা'ঈফ হাদীস

معضل শব্দটি **إسم مفعول** এর সীগাহ, যা **أَعْضَلَ** শব্দ থেকে এসেছে। যার শাব্দিক অর্থ **(أعياء)** দুর্বল, শক্তিহীন, Proplematic (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭৪)। পারিভাষিক অর্থে: **ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي** "সনদের ধারাবাহিকতা থেকে পরপর দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়াকে 'আল-মু'দাল' বলে (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭৪)।"

উদাহরণ: যেমন, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

'দাস-দাসীকে উত্তম খাবার ও পোশাক দেয়া উচিত। যে কাজ তারা করতে সক্ষম নয়, সে কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় ঠিক নয় (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭৪-৭৫)।" এ হাদীসটি সহীহ্ লি-মুসলিম (بَاب إِطْعَامِ

الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ ৩১৪১), মুয়াত্তা মালেক (باب الْأَمْرِ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ ৩৫৯৩) সহীহ্ সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি নিঃসন্দেহে 'আমলযোগ্য।

হুকুম: হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মত অভিমত যে,

المعضل حديث ضعيف، وهو أسوا حالا من المرسل والمنقطع، لكثرة المحذوفين من الإسناد

"মু'দাল' হাদীস যা'ঈফ বা দুর্বল পর্যায়ভুক্ত। সনদ থেকে একাধিক রাবী বাদ পড়ার কারণে এর মর্যাদা মুরসাল ও মুনকাতি' থেকে নিম্ন স্তর (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭৪)।" মু'দাল হাদীস যা'ঈফ বা দুর্বল পর্যায়ভুক্ত।

০৮. আল-মুনকাতি' (المنقطع) সম্পর্কিত যা'ঈফ হাদীস

منقطع শব্দটি **اسم مفعول** এর সীগাহ, যা **انقطاع** শব্দ থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ বিচ্ছিন্ন, বা মুত্তাসিলের বিপরীত, ঝবঢ়ধৎধঃরড়হ (আল-আসআলাতুস্ সুন্নিয়া ১:২১)। পারিভাষিক অর্থে- উসূলুল হাদীস বিশেষজ্ঞগণ আল-মুনকাতি' বিভিন্ন অভিমত (প্রাগুক্ত) থাকলেও অধিকাংশের মতে, "যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, সনদের মধ্যে কোন স্তরে একজন রাবী বা বিভিন্ন স্তরে একাধিক রাবী বাদ পড়ে এরূপ হাদীসকে মুনকাতি' হাদীস বলা হয় ('উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু ১৬৮)।"ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ. ৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, "সনদের বিভিন্ন স্থান থেকে (পরপর নয়) একজন বা একাধিক রাবী বাদ পড়াকে মুনকাতি' হাদীস বলে (ফাতাওয়ী হাদীসিয়্যাহ ২১)।" কারো কারো মতে, তা মুরসাল হাদীসের মতই, সনদ মুত্তাসিল নয়, রাবী এক স্থান থেকে পরপর বাদ পড়বে না। তাবি'ঈ সরাসরি (সাহাবী বাদ দিয়ে) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা মুনকাতি' (আল-বা'ইসুল হাসীস ১:৭)। এ প্রসংগে ইমামা নববী (রহ. মৃ.৬৭৬/১২৭৭) বলেন,

أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي

"যিনি তাবি'ঈ নন, তিনি সরাসরি (তাবি'ঈকে বাদ দিয়ে) সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এমন ব্যক্তির রেওয়ায়েতকে মুনকাতি' হাদীস বলে (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭৬)।"

হুকুম: হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মত অভিমত হলো:

المنقطع ضغيف بالإتفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف

"যেহেতু মুনকাতি' হাদীস এর সনদ মুত্তাসিল নয় এবং বিলুপ্ত রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত। সেহেতু এটা যা'ঈফ বা দুর্বল পর্যায়ভুক্ত (তাইসীর ৭৭)।" তবে, বিলুপ্ত রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত হলেও অন্য সূত্রে বর্ণিত হলে, তা যা'ঈফ পর্যায়ভুক্ত থাকে না।

উদাহরণ: উসূল হাদীসবিদ ড. সুবহী সালেহ্ ('উলূমিল হাদীস ৩৩), ড. মাহ্মূদ আত-তাহ্হান (তাইসীর ৭৬), 'উসমান ইব্ন 'আবদির রহমান আশ্-শাহরাযূরী (উলূমিল হাদীস ১:৩৩) মুনকাতি'হাদীসের নিম্নোক্ত হাদীসটি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

ما رويناه عن عبد الرازق عن سفيان الثوري عن أبى إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين.

এ (আবূ বকর রা. এর বিশ্বস্ততা সংশ্লিষ্ট) হাদীসে দু' স্থানে মুনকাতি' হয়েছে। কেননা, রাবী 'আবদুর রাজ্জাক রাবী আস-সাওরী থেকে হাদীসটি শুনেননি। তিনি শুনেছেন আন-নু'মান ইব্ন আবী শায়বা আল-জুনদী (রহ.) থেকে। তিনি আস-সাওরী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ আস-সাওরীও সরাসরি আবূ ইসহাক থেকে হাদীস শ্রবণ

করেননি। বরং তিনি শুনেছেন, শুরাইক (রহ.) এর নিকট থেকে। আর শুরাইক (রহ.) শুনেছেন আবূ ইসহাক (রহ.) থেকে (কানযুল 'আম্মাল ১১ : ৩৬৭১০,৩৩০৭৫, ৬৩১)। তবে বিলুপ্ত রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত হলেও অন্য সূত্রে বর্ণিত হলে, তখন তা যা'ঈফ বা দুর্বল পর্যায়ভুক্ত থাকে না। যেমন, 'সহীহুল বুখারী' কিতাবে **بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ** অনুচ্ছেদে রাবী 'আসওয়াদ' সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করার শেষে ইমাম বুখারী (রহ.) স্পষ্ট বলেছেন-

قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُّ

"আসওয়াদ সূত্রে হাদীসটি 'মুনকাতি' পর্যায়ের এবং ইব্ন 'আব্বাস সূত্রে বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ (সহীহুল বুখারী, كِتَاب الْفَرَائِضِ-অনুচ্ছেদ- بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ ৬২৫৭)।"

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) 'মুনকাতি' সংক্রান্ত উল্লেখিত মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করে তার অবস্থা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) 'মুনকাতি' সংক্রান্ত মাত্র দু'টি হাদীস (০১. সুনানুত তিরমিযী, كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِي مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ৩৬৩১; ০২. অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ ১৮৭) বর্ণনা করে তার অবস্থা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর সুনান গ্রন্থে কখনও কখনও মুনকাতি' হাদীসও বর্ণনা করেছেন। এ জাতীয় হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন হাদীসটি মুনকাতি' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, গোসল ও তায়াম্মুম অধ্যায়ের **بَابُ الْوِضُوْءِ مِنَ الْمَذِيِّ**-এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْمَذْيِ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ, قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا

হাদীসটি ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রা.) বলেছেন: "আমি মিকদাদ (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট মযী সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য পাঠালম। তিনি বললেন, সে উযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে।" হাদীসটি বর্ণনার পর ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন: **مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ شَيْئًا** "মাখরামা রহ. তাঁর পিতা থেকে এ হাদীসের কিছুই শুনেননি (সুনানু নাসাঈ ৪৪১)।" গবেষণায় দেখা যায় যে, উল্লেখিত হাদীসটি সহীহ লি-মুসলিম (كِتَاب الْحَيْضِ) অনুচ্ছেদ- بَاب الْمَذْيِ, হাদীস নং- ৪৫৮০), মুসনাদু আহ্মদ ইব্ন হাম্বল ৭৮২ ও সহীহ্ ইব্ন হিব্বান (অনুচ্ছেদ- باب الأمر بنضح الفرج من المذي, ২২) কিতাবসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। তাই হাদীসটি 'আমলযোগ্য।

মুনকাতি' হাদীসের বিষয়ে গবেষণায় দেখা যায় যে, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী কিতাবে ২১৮টি; মুসান্নিফ 'আবদিও রাজ্জাক কিতাবে ৩৪টি; আখবারু মক্কাহ্ লিল-আযরাকী কিতাবে ৫টি; আখবারু মক্কাহ্ লিল-ফাকিহী কিতাবে ৭টি; আল-মু'জামুল কাবীর লিত্-তিবরানি কিতাবে ০৯টি; তাহযীবুল আসার লিত্-তাহাভী; ৩টি; দালাইলুন নবুয়্যাহ লিল-বায়হাকী কিতাবে ১১টি; শু'আবুল ঈমান লিল-বায়হাকী কিতাবে ৩৩টি; সহীহ্ ইব্ন হিব্বান কিতাবে ১১টি; সহীহ্ ইব্ন খুযাইমাহ কিতাবে ২টি; মুসনাদুস শাফে'ঈ কিতাবে ১টি; মা'রিফাতুস সুন্নাহ ওয়াল আসার লিল-বায়হাকী কিতাবে ১৫৭টি; মা'রিফাতুস সাহাবা লি-আবী না'ঈম আল-ইসবাহানী কিতাবে ৪টি; মুশকিলুল আসার লিত্-তাহাভী কিতাবে ১৩টি এবং আসাদুল গাবাহ কিতাবে ১০টি হাদীসে মুনকাতি' **(مُنْقَطِع)** এর সমাহার ঘটেছে। সুনানুদ দারিমী কিতাবেও মুনকাতি' এর বিশাল সমাহার ঘটেছে (কশ্ফুয্ যুনূন ২ :

১৬৮২)। এ কথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক হাদীস বিশারদগণ **مُنْقَطِع** রাবী সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করার শেষে স্পষ্টভাবে গোপন না রেখে মুনকাতি' রাবীর বিষয়টি বলে দিয়েছেন। যা 'আমলযোগ্য।

০৯. আল-মুদাল্লাস (المدلس) সম্পর্কিত যা'ঈফ হাদীস

مدلس শব্দটি **اسم مفعول** এর সীগাহ, যা **التدليس** শব্দ থেকে এসেছে। যার শাব্দিক অর্থ **كتمان عيب السلعة عن المشتري** "ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭৮)।" আর **التدليس** শব্দটি **الدلس** থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ: **الظلمة أو إختلاط الظلام** অন্ধকারচ্ছন্ন (প্রাগুক্ত)।
পরিভাষায়: **إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِيْ الْإِسْنَادِ وَتَحْسِيْنِ لِظَاهِرِهِ** "সনদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং বাহ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে সুন্দর করে দেখানোকে তাদলীস বলা হয় (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭৮)।" কোন কোন হাদীস বিশারদ তাদলীস এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন:

هُو ان لا يذكر الراوي شيخه بل يروى عمن فوقه بلفظ يوهم السماع ولايقطع كذبا

"বর্ণনাকারী যে শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ না করে উর্ধতন কোন শায়খের নাম উল্লেখ করত এমন কোন ভাষায় বর্ণনা করা, যাদ্বারা হাদীস শ্রবণ করার ধারণা করা যায়। তবে মিথ্যার ধারণা উদ্ভূত হয় না (মুকাদ্দামাতুশ্ শায়খ ৪৫)।"

(গ) তাদলীস এর প্রকারভেদ: তাদলীস দু'প্রকার:
(أ) তাদলীসুল ইসনাদ (ب) তাদলীশুশ শুয়ূখ (তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭৮)। নিম্নে এ দুটির বিশ্লেষণ করা হলো:

(أ) **তাদলীসুল ইসনাদ** হলো:

فَهُوَ أَنْ يَّرْوِيْ مُؤَدِّي الحَدِيْث عَمَّن عَاصرَهُ وَلَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعهُ مِنْهُ بِلَفْظٍ مُوَهَّم أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ، أَوْ عَمَّن عَاصِرَهُ، وَلَمْ يَلْقَهُ بِلَفْظٍ مُوَهَّم أيْضًا أَنَّهُ قَدْ لَقِيْهُ وَسَمِعَهُ مِنْهُ

"সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে এমন কিছু বর্ণনা করা, যা সে তাঁর থেকে শুনেনি অথবা সমসাময়িক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করা, অথচ তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু ধারণা এই যে, সে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়েছে এবং তাঁর থেকে শুনেছেন (লামহাত ২৩৯)।"

তাদলীসুল ইসনাদ এর প্রকারভেদ: তাদলীসুল ইসনাদ চার প্রকার:

০১. تدليس الإسقاط ০২. تدليس التسوية ০৩. تدليس القطع ০৪. تدليس العطف

০১. **تدليس الإسقاط** হলো:

هو ان يروى المحدث عمن لقيه وسمعه مالم يسمعه منه، موهما انه سمعه منه، او عمن لقيه ولم يسمع منه موهما انه لقيه وسمعه منه

"মুহাদ্দিস এমন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে **تدليس الإسقاط** বলা হয়, যার সংগে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন বটে, কিন্তু হাদীস শ্রবণ না করে এমন ভাষায় হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেনো তিনি তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। অথবা তার সংগে সাক্ষাৎ করেছেন (মান্হাজুন নক্দ ফী 'উলূমিল হাদীস ৩৮১)।" এ ধরণের তাদলীসের ভাষা হলো: **عن فلان او ان فلانا قال كذا او قال فلان او حدث بكذا** এরূপ শব্দাবলী থেকে মনে হয়

যে, বর্ণনাকারী যার উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। এছাড়া **حدثني** অথবা **سمعت** শব্দও এরূপ তাদলীসের অন্তর্ভুক্ত (আস-সাব্বাগ: আল-হাদীসুন নবভী ২৬০)।

উদাহরণ: মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-হাকেম আন-নাইসাপূরী (রহ. ২৭৭-৩৪৯ হি.) এর উদাহরণ দিয়ে বলেন:

ما رواه أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان في النار ينادي: يا حنّان يا منّان

উপরোক্ত হাদীসের সনদে আবূ 'আওয়ানাহ রাবী আল-'আমাশ থেকে, তিনি ইব্রাহীম আত-তামীমী থেকে (হাদীস না শুনেই বর্ণনা করেছেন), তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আবূ যর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানে আল-'আমাশ রাবী ইব্রাহীম আত-তামীমীকে 'তাদলীস' হিসেবে বর্ণনা করেছেন (তাহ্কীকুর রুগবাতি ফী তাওযীহিন্ নুখবা ৭৩)।

০২. **تدليس التسوية** হলো: "তাদলীসকারী ব্যক্তি স্বীয় শায়খকে বাদ না দিয়ে, হাদীসকে দোষমুক্ত করার জন্য দুর্বলতা বা অল্পবয়স্কের কারণে তার উর্দ্ধতন বর্ণনাকারীকে বাদ দেয়, তাকে **تدليس التسوية** বলা হয় (ড. বেলাল: 'উলূমুল হাদীস ২১৪)।" এর ধরণ হলো:

أن يروي الراوي حديثاً عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات

"রাবী এমন বিশ্বস্ত শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, যিনি দূর্বল বর্ণনাকারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর উক্ত দূর্বল রাবী বিশ্বস্ত রাবী থেকে বর্ণনা করেন। এ দু'জন বিশ্বস্ত রাবীর সাক্ষাত ঘটেছে। অতঃপর তাদলীসকারী ব্যক্তি প্রথম বিশ্বস্ত রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং সনদের মাঝখানে দূর্বল রাবীকে বাদ দেন। ফলে হাদীসের সনদটি 'সিকাহ্' সনদে পরিণত হয় (ইব্ন কাইয়্যেম আল-যুযিয়া ওয়া জুহুদুহু ৪২৯)।" যা 'আমলযোগ্য।

উদাহরণ: ড. মাহ্মূদ আত্ তাহ্হান (রহ.) এর উদাহরণ দিয়েছেন:

ما رواه إبن أبي حاتم في الملل قال: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحق بن راهويه عن بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا أسلام المرء حتي تعرفوا عقدة رأيه.

উপরোক্ত হাদীসের সনদে আবূ ওয়াহাব আল-আসাদী এর পরে একজন 'যা'ঈফ' (ইসহাক ইব্ন আবী ফরুত) বর্ণনাকারী ছিলেন। তাকে বাদ দিয়ে তার উর্দ্ধতন রাবী নাফে' (যিনি **ثقة** রাবী) থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে (তাইসীর ৮০-৮১)।

০৩. **تدليس القطع** হলো:

وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً: الزهري عَنْ أنس

"বর্ণনাকারীর বর্ণনার ক্রমধারার সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন করে সংক্ষিপ্তকারে বর্ণনা করাকে **تدليس القطع** বলা হয়। যেমন, ইমাম যুহরী (রহ.) সরাসরি আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করা (মুহাদিরাত ফী 'উলূমিল হাদীস ২৭)।"

উদাহরণ: মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আস-সান'আনী (রহ.) এর উদাহরণ দিয়ে বলেন:

تدليس القطع: مثاله ما رويناه في "الكامل" لأبي أحمد ابن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: حدثنا، ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.

"আবূ আহ্মদ ইব্ন 'আদী (রহ.) তাঁর 'আল-কামেল' গ্রন্থে **تدليس القطع** এর উদাহরণ প্রসংগে (সনদের প্রথমাংশ বাদ দিয়ে শেষাংশ উল্লেখ করে) বলেন- **حدثنا** (হাদ্দাসানা), অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে সনদ কর্তন করে বলেন, হিশাম ইব্ন 'উরওয়াহ্ তাঁর পিতার সূত্রে সরাসরি হযরত 'আয়েশা (রা.) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা (আন্ নক্ত 'আলা কিতাবে ইব্ন সালাহ্ ২ : ৬১৭)।"

০৪. **تدليس العطف** হলো:

تدليس العطف وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخاً آخر لم يسمع ذلك المروي منه

"বর্ণনাকারীর তার শায়খ থেকে স্পষ্টত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার সাথে অপর কয়েকজন এমন শায়খকে সংযুক্ত করেন, যার নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেননি, তাকে **تدليس العطف** বলা হয় (দালীলু আরবা'বিল ফালাহ ৫১)।"

উদাহরণ:

تدليس العطف: مثاله ما رَوَاهُ الحاكم في علوم الحديث: قال: اجتمع أصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئاً مما يدلسه: ففطن لذلك فلما جلس قال: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم وساق عدة أحاديث فلما فرغ قال: هل دلست عليكم شيئاً؟ فقالوا: لا، فقال: بلى ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئاً

"আল-ইমামুল হাকেম আবী 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-হাফেয আন্-নাইসাপূরী (রহ. ২৭৭-৩৪৯ হি.) তাঁর 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থে **تدليس العطف** এর উদাহরণ প্রসংগে বলেন, হাশিমের সাথীগণ একত্রিত হয়ে তাঁরা বললেন, আমরা আজকে তার থেকে তাদলীস হাদীসের কিছুই লিখবো না। অতঃপর তাঁরা এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করলেন। যখন তিনি বসলেন এবং বললেন, হুসাইন এবং মুগীরা আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করলেন ইব্রাহীমের সূত্রে। এভাবে হাদীসের সংখ্যা পরিচালনা করলেন। এরপর যখন বসা থেকে উঠলেন এবং বললেন, সে কি তোমাদের ওপর কিছু তাদলীস করেছে? তাঁরা উত্তরে বললেন না। অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ! হুসাইন থেকে তোমরা যা বর্ণনা করেছ, তা হলো **سماعي** বা শ্রুত। অথচ এ ব্যাপারে সে কখনও মুগীরা থেকে কিছুই শুনেনি (তাওযীহুল আফকার ১:৩৭৬)।"

(ب) তাদলীশুশ শুয়ূখ হলো:

فَهُوَ أنْ يّصف شَيْخَهُ اَلَّذِيْ سَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْث بِمَا لَمْ يَشْتَهِر بِهِ مِنْ إسْمٍ, أوْ كُنْيَةٍ، أوْ قَبِيْلَةٍ، أوْ بلدَةٍ، أوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ إيْهَامِ اللَّقيِ

"রাবী তাঁর শায়খ থেকে শুনে কোন হাদীস বর্ণনা করলেন, অতঃপর এ শায়খকে তাঁর অপ্রসিদ্ধ নাম, উপনাম, উপাধী, গোত্র, শহর ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা, যাতে তাকে চেনা না যায়।" যেমন: আবূ বকর ইব্ন মুজাহিদ এর বক্তব্য **حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنُ أبِي عَبْدِ اللهِ** এর দ্বারা আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ আস-সিজিস্তানী (রহ.) কে উদ্দেশ্য করেছেন (২৪১)।

তাদলীস এর হুকুম: এ সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ 'আলিমগণের দৃষ্টিতে উভয় প্রকার তাদলীস-ই **مَكْرُوْه** বা অপছন্দনীয়। তাদলীসুল ইসনাদ- **تدليس الإسناد هو مكروه جدا** "অধিকতর ঘৃণিত ও নিন্দনীয় (তাহ্কীকুর রুগবাহ ৭৩)।" আর তাদলীশুশ শুয়ূখ- **كراهيته أخف من الأول** "অপেক্ষাকৃত কম নিন্দনীয়।" কেননা, যে শায়খের নাম 'তাদলীস' করা হয়েছে, তিনি এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি রাবীগণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট সুপরিচিত।

এ বিষয়ে অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিকীহ্ ও উসূলবিদগণ মতামত প্রকাশ করেন যে,

وإن صرّح فيه بالسماع كقوله: سمعت أو حدثنا أو شبهها فمقبول محتج به لأن التدليس ليس كذبا

"সিকাহ্ রাবীর ঐ মুদাল্লিস রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য, যাতে সুস্পষ্টভাবে **سماع** যেমন: **حدثنا** অথবা **سمعتُ** ইত্যাদি শব্দে হাদীস রেওয়ায়াত করা প্রমাণিত হয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে তাদলীস মিথ্যা নয় (প্রাগুক্ত)।" পক্ষান্তরে, **عن** দ্বারা রেওয়ায়াত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে, প্রবীণ ও **ثقة** সম্পন্ন রাবীর মুদাল্লাস গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী ইব্ন 'উয়ায়য়নাহ্ {রহ. মৃ.১৯৮/৮১৪} এর রেওয়ায়াত (আল-ওয়াযূ' ফিল হাদীস ৬৩)। কেননা, তাঁরা বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত করণের উদ্দেশ্যে 'তাদলীস' করেছেন (মুকাদ্দামাতুশ্ শায়খ ৪৭)।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইব্ন 'আবদিল বার শুধু ইব্ন 'উয়ায়য়নাহ্ (রহ. মৃ.১৯৮/৮১৪) এর তাদলীস রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন (যাফরুল আমীনী ফী মুখতাসিরিল জুরজানী, পৃ. ৪২৬)। হানাফী আলিমগণের মতে, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসের হুকুম একই। অর্থাৎ, সিকাহ্ রাবীর মুরসাল রেওয়ায়াত যেমন গ্রহণযোগ্য, অনুরূপভাবে সিকাহ্ রাবীর মুদাল্লাস রেওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য হবে (প্রাগুক্ত)। কোন কোন হাদীস বিশারদ তাদলীসুল ইসনাদকে 'হারাম' বলে আক্ষায়িত করেছেন।

১০. মাউদূ' (موضوع) হাদীস সর্বাবস্থায় বর্জন

(ক) **আভিধানিক অর্থ**

(মাউদূ') **"موضوع"** শব্দটি **إسم مفعول** এর সীগাহ, (**وهذه اللفظة مأخوذة من وضع**) যা **"وَضْعٌ"** শব্দ থেকে এসেছে (লিসানুল মুহাদ্দিসীন ৫:২১৬)। এর শাব্দিক অর্থ **(الافتراء، الترك، الإسقاط)** বাদ দেয়া, বর্জন করা, মিথ্যারোপ করা, পতন হওয়া, লাঘব করা, তৈরী করা, প্রতিষ্ঠা করা, সৃষ্টি করা, রচনা করা, বানানো ইত্যাদি (আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১০৩৮)। ইংরেজীতে: To lay, lay off, lay on, lay down, pot down, produce, Fabricated (A Dictionary of Modern Written Arabic 1076)..

(খ) নামকরণ: যেহেতু মাউদূ' হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামে মিথ্যারোপ করা হয়, তাই তাকে **موضوع** নামকরণ করা হয় ('ইল্ম মুসতালাহিল হাদীস ১৫)।

(গ) পারিভাষিক সংজ্ঞা: মাউদূ' হাদীসের পরিচয় প্রসংগে 'লিসানুল মুহাদ্দিসীন' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم

"মিথ্যা হাদীসকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামে চালিয়ে দেয়াকে **موضوع** হাদীস বলা হয় (পূর্বোক্ত)।" এ প্রসংগে ইব্ন সালাহ (মৃ. ৬৪৩হি.) বলেন:

الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع

"মনগড়া ও বানোয়াট হাদীসকে 'মাউদূ' হাদীস বলা হয় (লিসানুল মুহাদ্দিসীন ৫:২১৬)।"

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে "রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত" বা "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন" ইত্যাদি বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামে চালিয়ে দেয়াকে **موضوع** হাদীস বলা হয়।

(ঘ) হুকুমঃ মাউদূ' হাদীসের হুকুমের ব্যাপারে পৃথিবীর সকল 'আলেম একমত যে, মাউদূ' হাদীস সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য ও হারাম। এ ব্যাপারে সকল 'আলেমের অভিমত হলো-

وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقروناً ببيان وضعه؛ للتحذير منه

"মাউদূ' হাদীস সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য, অগ্রহণযোগ্যে এবং সুস্পষ্ট হারাম। চাই ভীতিপ্রদর্শনমূলক হোক অথবা 'আমলের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পর্কিত হোক। তবে মাউদূ' বা জাল' কথাটি উল্লেখ করে জনগণকে জানানোর জন্য বলা জায়েয বরং জরুরি ('ইল্‌ম মুসতালাহিল হাদীস ১৫)।"

মাউদূ' হাদীস সর্বাবস্থায় বর্জন

ইসলামের শত্রুরা মাউযূ' হাদীস তৈরী করে। মাউদূ' হাদীস সর্বাবস্থায় বর্জন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সহীহ্ হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়া যেমন জরুরী, তেমনী শিয়া বা রাফেজীসহ ইসলামের শত্রু কর্তৃক অসংখ্য মিথ্যা, বানোয়াট বা জাল, মাউযূ' হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া আরও বেশি জরুরী। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম উম্মাহ্‌কে মিথ্যাবাদী হাদীস বর্ণনাকারীর উদ্ভব হবে বলে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"শেষ যুগে আমার উম্মতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতামহগণ কখনো শুননি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে (সহীহ্ মুসলিম, মুকাদ্দামা অংশ, **بَاب النَّهْيِ عَنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الضُّعَفَاءِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا** ৭)।" তিনি আরও বলে,"কিয়ামতের পূর্বেই শয়তান বাজারে-সমাবেশে ঘুরে ঘুরে হাদীস বর্ণনা করে বলবে - আমাকে অমুকের ছেলে অমুক এই এই বিষয়ে এই হাদীস বলেছে (আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল ১১৫)।" ইসলামের শত্রুরা মাউযূ' বা মিথ্যা, বানোয়াট হাদীস তৈরী করে আসছে। তাই এ বিষয়ে হাদীস বিজ্ঞানীগণ অসাধারণ পরিশ্রম করে 'জারহ্-তা'দীল' ও 'আসমাউর রিজাল' নামক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের এক বিরাট তত্ত্ব ভাণ্ডার আবিষ্কার করে বানোয়াট হাদীস প্রতিরোধ করেন। আল্লাহ তা'আলা সহীহ হাদীসকে মাউযূ হাদীস থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সুসংরক্ষিত রাখবেন।

মাউযূ' হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্‌তিকালের পর ইসলাম বিদ্বেষীগণ তথ্য বিকৃতির মাধ্যমে 'হাদীসের' সংশয় সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। ফলে হাদীস বিজ্ঞানীগণের নিকট হাদীস নিরীক্ষা, যাচাই-বাছায়ের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং 'জারহ-তা'দীল' বিষয়ে বিভিন্ন নামে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি ঘটে। হাদীসের সত্যতা নিরুপনের জন্য এ বিষয়ের মাধ্যমে হাদীস বিষয়ক পণ্ডিতগণ গভীরভাবে তীক্ষ্ণ সতর্কতা, দূরদর্শিতা, দক্ষতা ও ইখলাসের সাথে হাদীস বর্ণনাকারী বা রাবীদের চরিত্র, দোষ-গুণ, বিশ্বস্ততা, দুর্বলতা, ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'জারহ-তা'দীল' শাস্ত্রে রাবীদের (বর্ণনাকারী) পরিচয়, জন্ম স্থান, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য, তাকওয়া, নৈতিক ত্রুটি, মেধাগত দুর্বলতা, হাদীসের সনদ-মতন সততা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও মেধাগত দৃঢ়তা, স্মরণশক্তি, বিবেকশক্তি, চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, মতাদর্শ, মানসিক ও

শারীরিক সুস্থ্যতা, দোষ-গুণ বিচার করা হয় (মিফতাহুস সুন্নাহ ১৪৬)। এ ব্যাপারে হাদীস বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পদ্ধতি ও শিরোনামে অসংখ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন।

হাদীস পণ্ডিতগণ বিশ্বস্ত ও দুর্বল উভয় প্রকার হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম ও পরিচিতি সম্বলিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ; শুধু বিশ্বস্ত ও হুফ্ফায রাবীদের নাম ও পরিচিতি সম্বলিত গ্রন্থসমূহ; শুধু দুর্বল রাবীদের নাম ও পরিচিতি সম্বলিত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। এ ছাড়াও 'আল্লামা শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮হি. **مِيْزَانُ الإعْدَال**) মীযানুল ই'তিদাল (৪ খণ্ড); তাযকিরাতুল হুফ্ফায (৪ খণ্ড); সিয়ারু 'আলামিন্ নবালা (২৫ খণ্ড); 'আয-যু'আফা' এর সারসংক্ষেপ গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাফিয 'আলাউদ্দীন মোগলতাই (মৃ. ৭৬২হি.) আয-যু'আফা এর পরিশিষ্ট লিখেছেন। ইব্নু রুমিয়া (মৃ. ৬৩৭হি.) এবং হাফিয যায়নুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃ. ৮০৬হি.) যথাক্রমে কিতাবুল কামিল ও মীযানুল ই'তদাল এর পরিশিষ্ট লিখেছেন। হাফিয ইব্ন হাজার 'আসাকালানী (রহ. ৭৭৩-৮৫২ হি.)ও তাকরীবুত তাহযীব (২ খণ্ড); তাহ্যীবুত্ তাহযীব (১২ খণ্ড); লিসানুল মীযান (৮ খণ্ড); মীযানুল ই'তিদাল এর (৪ খণ্ড) পরিশিষ্ট লিখেছেন এবং তাঁর 'তাকভীমুল লিসান' ও 'তাহরীরুল মীযান' নামক গ্রন্থদ্বয়কে সুন্দররূপে সজ্জিত করেছেন।

উক্ত গ্রন্থাবলী প্রসংগে প্রখ্যাত জার্মন পণ্ডিত ড. স্প্রিংগার বলেন, "সমগ্র বিশ্বে এমন কোন জাতি দেখা যায়নি এবং আজও নেই, যারা মুসলমানদের মতো 'আসমাউর রিজাল' নামক এক বিরাট তত্ত্ব ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছেন। যার মধ্যে পাঁচ লক্ষ মানুষের (রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীদের) জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় (খুতবাতে মাদ্রাজ ৪৪)।"
শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী 'যা'ঈফু সুনানি ইব্ন মাজা', 'যা'ঈফু সুনানিন নাসাঈ', 'যা'ঈফু সুনানি আবি দাউদ' ও 'যা'ঈফু সুনানিত্ তিরমিযী" নামক গ্রন্থে সুনানু আরবাআ' কিতারসমূহের বেশ কিছু হাদীসকে **ضَعِيْف** বা দুর্বল হিসেবে সনাক্ত করেছেন।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, যা'ঈফ হাদীসসূহের ওপর সন্দেহাতীতভাবে 'আমল করা যায় এবং মাউযূ' হাদীস সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য, অগ্রহণযোগ্যে এবং সুস্পষ্ট হারাম। ইসলামী শরী'আতের রূপকার রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, যা আমরা তাঁর হাদীসের মাধ্যমে পেয়েছি। আর আমাদের নিকট হাদীস এসেছে হাদীস পণ্ডিত মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে। তাঁরা সনদ যাছাই করে সহীহ্ ও যা'ঈফ অবস্থান নির্ধারণ করেছে। হাদীস বলতে শুধু সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম দ্বারা ইসলামের সকল 'আমল বিষয়ে সমাপ্ত নয়। বরং সুনানু আরবা'আসহ আন্যান্য সহীহ্ হাদীসের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যকীয়। যা কিছু কিছু যা'ঈফ হাদীসের মাধ্যম দ্বারাও হাদীস পণ্ডিতগণ 'আমলের ক্ষেত্রে সমাধান করেছেন। বিশ্বের সকল মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সুনানু আরবা'আহ এর ইমামগণ প্রত্যেকেই স্বন্ত্রভাবে 'ইলমুল জারহে ওয়াত-তা'দীলের প্রতিতযশা খ্যাতিমান হাদীসের পণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়াও তাঁরা হাদীস বর্ণনা করার পর ঐ হাদীসের মানগত প্রকৃত অবস্থাও তুলে ধরেছেন। সুতরাং, সুনানু আরবা'আ কিতাবসমূহে বর্ণনাকৃত যা'ঈফ হাদীসের ওপর 'আমল করা যাবে এবং নিঃসন্দেহে সকল প্রকারের মাওদূ' হাদীস বর্জন করতে হবে।

টিকা

১. যেমন, আল্লাহর বাণী: **مَا فَرَّطْنَا فِيْ الكِتَابِ مِنْ شَيئٍ** (আমি কুরআনে কোন কিছুই বাদ রাখিনি)। *সূরা আন'আম*- ৬ : ৩৮।

২. সহীহ্ শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ, ত্রুটিমুক্ত, নির্ভুল, যথার্থ, সঠিক। পরিভাষায়: যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকে, বর্ণনাকারীগণ সবাই পূর্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বর্ণনা অপর বিশস্ত ব্যক্তির বর্ণনার পরিপন্থী নয় এবং হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার পথে কোন প্রকার গুপ্ত কারণ বা প্রচ্ছন্ন ত্রুটি থাকে না, এরূপ হাদীসকে সহীহ্ হাদীস বলা হয়।

৩. ফিক্হী অধ্যায়ের ধারাবাহিক অনুসারে সজ্জিত গ্রন্থকে সুনান বলা হয়। যেমন- কিতাবুত তাহারাত, সালাত, যাকাত ইত্যাদি অধ্যায়সমূহ দ্বারা হাদীসের গ্রন্থকে সুবিন্যাস্ত (আল-কাত্তানী, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর / *আর-রিসালাতুল মুসতাতরিফাহ* / দামিশ্ক: নাসরু দারিল ফিক্র ২২)

৪. 'মানহাজ' (مَنْهَج) শব্দটি (نَهْجٌ) 'নাহজুন' থেকে উৎপত্তি। যা অনুসৃত নীতি, পদ্ধতি, পন্থা, প্রণালী, সুস্পষ্ট পথ, তরীকা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মানহাজের পরিচয়: "সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে সংকলকগণের নিজেস্ব যে অনুসৃত পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও পন্থা অবলম্বন করে থাকেন তাই মানহাজ।" ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান / *ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনকর্ম ও হাদীস সংকলনে তাঁর কর্মপদ্ধতি* ৫৩-৫৬)।

৫. হাদীস বিষয় ক শতাধিক কোষের মধ্যে **عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ** বা 'রাবী সমালোচনা বিজ্ঞান' একটি গুরুত্বপূর্ণ কোষ। **جَرْحُ** শব্দটির আভিধানিক অর্থ-ক্ষত, আঘাত, জখম, কটাক্ষ, অস্ত্রোপচার এবং **تَعْدِيْل** অর্থ-ন্যায় পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি। আর **عِلْمُ التَّعْدِيْل** বলতে ঐ জ্ঞানকে বুঝায় যা দ্বারা হাদীস বর্ণনাকারীর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবগত হওয়া যায়। যদি কোন রাবীর গুণ প্রকাশ পায় তখন তা 'তা'দীল (**تَعْدِيْلٌ**) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। 'জরহ তাদীল' বিপরিতার্থক শব্দ (মুনীর আল-বা'লাবাকী / *আল-মাওরিদ* / ৪৪৬৭)।

তথ্যসূত্র

আল-খুযাইর, 'আবদুল করীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ। *তাহ্কীকুর রুগবাতি ফী তাওযীহিন্ নুখবা*। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল, ইমাম। *সহীহুল বুখারী*। খ. ১ম, আসাহ্হুল মাতাবি' তা. বি।

আল-কুশায়রী, মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, ইমাম। *আস্-সহীহ লি-মুসলিম*। মাতবা'আতু আসাহ্হিল মাতাবি', দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.।

আল-জাওারী। *আস-সিহাহ্ ফীল-লুগাহ*। খ. ১ম, মাসদারুল কিতাব, মাওকাুউল ওয়ারাক্ব, তা.বি.।

আদ্ দেহ্লভী। 'আবদুল হক ইব্ন সাইফুদ্দীন ইব্ন সা'দ উল্লাহ। *মুকাদ্দিমাতু ফী উসূলিল হাদীস*। খ. ১ম, ২য় সংস্করণ, দারুল বাশা'ইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬/১৯৮৬।

আত-তাইমী, ফখরুদ্দীন আর-রাযী, আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্নুল হাসান। *মাফাতীহুল গাইব* । খ. ৫ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

'আল্লামা, সাইয়েদ কুতুব । *তাফসীরু ফী যিলালিল কুরআন*। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

আল-ইরাকী, আব্দুর রহীম। *ফাতহুল মুগীস বি শারহি আলফিয়াতিল হাদীস*। ১ম সংস্করণ, ১৩৫৫/১৯৩৭।

আল-জুদী', 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসূফ। *মুলতাকা আহলুল হাদীস*। তা. বি।

আল-বাগদাদী, খতীব। আল-কিফায়াতু ফী 'ইলমির রিয়ায়ায়াহ। মদীনা মুনাওয়ারা: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি।

আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা, আবূ 'ঈসা, ইমাম। *আস-সুনান*। দারু-ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরবী, তা.বি।

আল-কায্বীনী, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজা, ইমাম, আবূ 'আবদুল্লাহ। *সুনানু ইবনি মাজা*। আল-হিন্দ: আসাহ্হুল মাতাবি' তা.বি।

আন-নাসাঈ, আবূ 'আবদির রহমান আহ্মদ ইব্ন শু'আয়ব, ইমাম, হাফেয। *আস-সুনানুল কুবরা*। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

আন-নাইসাপূরী, হাকেম আবূ 'আবদিল্লাহ, ইমাম। *আল-মুস্তাদরাকু 'আলাস সহীহাইন*। ১ম সংস্ক. বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি।

আল-'উসাইমানী, 'আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন সালেহ। 'ইল্ম মুসতালাহিল হাদীস। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

আহ্মদ নদভী, সৈয়দ, 'আল্লামা। *খুতবাতে মাদ্রাজ*। ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

আত-তাহ্হান, মুহামূদ, ড.। তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস। (উসূলুল হাদীস), আল-বারাকা লাইব্রেরী, তা.বি

আল-খতীব, মুহাম্মদ 'উজাজ, ড.। *আস-সুন্নাতু কাবলাত তাদ্ভীন*। ১ম সংস্ক, মক্কাতুল মুকার্‌রামাহ, ১৩৮৩/১৯৬৩।

আল-খাওলী, 'আবদুল 'আযীয। মিফতাহুস সুন্নাহ। ২য় সংস্ক., মিশর: মাতবা'আতুল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৪৭/ ১৯২৮।

আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দী 'আবদিল্লাহ, আত্ তিব্রীযী। য'ঈফু সুনানি ইব্ন মাজা। রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'রিফ লিন্-নশর ওয়াত্ তাওদীহ, ১৪১৭/১৯৯৭।

'আবদুল 'আযীয, ড.। *দরজাতু হাদীসিস্ সুদূকি ওয়া মান ফী মুরতাবাতিহী*। খ. ১ম, তা. বি।

আস-সাব্বাগ, মুহাম্মদ ড.। আল-হাদীসুন নববী মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু। ৪র্থ সংস্ক., আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২/১৯৮২।

'আসকালানী, ইব্ন হাজার, আহ্মদ ইব্ন 'আলী, হাফেজ। নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহে নুখবাতিল ফিক্‌র। ('আরবী), না'দিয়াতুল কুরআন, তা.বি।

আল-মওসূলী, আবূ ইয়ালী। *আল-মুসনাদু*। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

'আবদুর রহমান, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী। *তাদরীবুর রাবী শারতু তাকরীবিন নববী*। আল-মাতবা'আতুল-খায়রিয়্যাহ, ১৩৫৭/১৯৩৮।

আল-কাসেমী, মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন। *কাওয়া'ইদুত্-তাহদীস মিন ফুনূনি মুসতালাহিল হাদীস*। ১ম. সংস্ক, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯/১৯৭৯।

আল-জুরজানী, শরীফ। আল-মুখতাসারু ফী উসূলিল হাদীস। খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি।

আল-মুহাদ্দেস, আস্-শায়খ, আদ্-দেহলভী, 'আবদুল হক। *আল-মুকাদ্দামা*। মাকতাবাতুল মুসতাফা'ঈ, তা.বি।

আস্ সাইয়্যেদ, সিদ্দীক হাসান খান। *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্ সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ*। ১ম সংস্করণ, দারুল জায়ীল, ১৪০৮/১৯৮৭।

আস-সাইয়্যেদ, জামাল ইব্ন মুহাম্মদ। *ইব্ন কাইয়্যেম আল-যুযিয়া ওয়া জুহুদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাতিন্ নববিয়্যা ওয়া 'উলূমিহা*। খ. ১ম, আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাহ আস-সা'উদিয়্যাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আল-মদীনাতুল মুনাওয়্যারাহ্, ১৪২৪/২০০৪।

আল-'ইরাকী, ইয়াসীন ফহল। মুহাদিরাত ফী 'উলূমিল হাদীস। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

'আল্লামা, হাফিয, আশ্ শায়খ, ইব্ন আহ্মদ আল-হাকামিয়্যে। *দালীলু আরবাবিল ফালাহ্ লি-তাহ্কীকে ফান্নিল ইস্তিলাহ্* । খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, ১৩৪২-১৩৭৭ হি.।

আস্-সান্'আনী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল। *তাওযীহুল আফকার লি মা'আনী তানকীহুল আনযার*। ১ম খ. ১ম সংস্করণ, মাকতাবাতুল খানজী, ১৩৬৬ হি.।

আল-হানাফী, রেজা উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম। *কাফওয়াল আসার ফী সাফওয়াতি 'উলূমিল আসার*। ২য় সংস্ক, খ. ১ম, হালভ: মাকতাবাতুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ্, ১৪০৮ হি.।

আত-তামিমী, আল-বাসতী, মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহ্মদ আবূ হাতেম। *আস-সহীহ্*। ২য় সংস্ক., মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.।

আল-হাফিয, আবুল ফিদা ইসমা'ঈল, ইব্ন কাসীর। *আল-বা'ইছুল হাসীস ফী ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীস*। মাদানী কুতুবখানা, ১৪০৩/১৯৮৩।

আস-সাব্বাগ, মুহাম্মদ, ড.। আল-হাদীসুন নববী মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু। ৪র্থ সংস্ক., আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২/১৯৮২।

'আতর, নূর উদ্দীন ড.। *মান্হাজুন নক্দ ফী 'উলূমিল হাদীস*। দারুল ফিক্র, তা. বি।

ইব্ন আশ'আস, আবূ দাউদ, ইমাম, আস্-সিজিস্তানী। *সুনানু আবী দাউদ*। আসাহ্হুল মাতাবি', দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়্যা, তা. বি।

ইব্রাহীম মাদকূর ও অন্যান্যগণ। আল-মু'জামুল ওয়াসীত। ৪র্থ সংস্ক., মাকতাবাতুশ শুরূকিদ্ দাওলিয়্যাহ্, ১৪২৫/২০০৪।

ইব্নুল 'আদী, আহমদ। আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.।

ইব্ন সাইয়্যেদ। *আল-মুখাস্সাস*। খ. ১ম, মাসদারুল কিতাব, মাওকাুউল ওয়ারাক্ব, তা.বি.।

উম্মুল লাইস। আল-আসআলাতুস্ সুন্নিয়া । খ. ১ম, খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

উমর ফালাতা, ড.। *আল-ওয়াযু' ফিল হাদীস*। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি.।

ওয়াহিদী, আবুল হাসান 'আলী। *আসবাবু নুযূলিল কুরআন*। মাক্কাতুল মুকাররামাহ: দারুল বায, ১৯৬৮।

গালিহ, মুহাম্মদ আদীব, ড.। *লামহাতু ফী উসূলিল-হাদীস*। ৫ম সংস্করণ, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৯/১৯৮৮।

মোঃ শফিকুল ইসলাম, ড.। *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*। ১ম প্রকাশ, ঢাকা: ই.ফা.বা, গবেষণা বিভাগ, ২০০৫ খ্রি.।

মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, ড.। *'উলূমুল হাদীস*। রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১৪২১/২০০০।

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর, আবূ জা'ফর, আত-তাবারী। *জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*। খ. ৬ষ্ঠ, ১ম সংস্ক. দারুল মা'রিফা: ১৩২৯ হি.।

মুহাম্মদ আদীব সালিহ, ড.। *লামহাতু ফী উসূলিল-হাদীস*। ৫ম সং, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৯/১৯৮৮।

মুহাম্মদ খালফ সালামা। লিসানুল মুহাদ্দিসীন। খ. ৩য়, প্রকাশনা অনুল্লেখ, ২০০৭খ্রি.।

মোল্লা, 'আলী কারী। *আল-মেরকাত*। খ. ১ম, ১ম সংস্করণ আল-মাকতাবাতুন্ নাওরিয়্যাহ, ১৩৮৬/১৯৬৬।

লক্ষ্ণৌভী, 'আবদুল হাই। *যাফরুল আমীনী ফী মুখতাসিরিল জুরজানী*। দারু ইব্ন হাযম, ১৪১৮/১৯৯৭।

শামীম আরা চৌধুরী, ড.। *হাদীস বিজ্ঞান*। ১ম প্রকাশ, ই.ফা.বা. ১৪২২/২০০১।

সুবহী সালিহ, ড.। 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু। দারুল 'ইল্ম লিল-মালাইন, ২৫শ সংস্করণ, ২০০২।

সা'দ ইব্ন 'আবল্লাহ, আশ্ শায়খ, ড.। *ফাতাওয়ী হাদীসিয়্যাহ*। প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি।

হাজী খলীফাহ। *কাশফুয্ যুনূন*। খ. ২য়, বৈরূত: দারু-ইহ্ইয়াইত্- তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি।

Hans Where. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Spoken Languge Seclovies, Inc, 1976.